রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সংখ্যা : ৫ ॥ বসন্ত ১৪২৮

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সংখ্যা : ০৫ ॥ বসন্ত ১৪২৮

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

প্রকাশক
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ৬৭৭০

স্বত্ব
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সংখ্যা : ০৫ ॥ বসন্ত ১৪২৮ ॥ এপ্রিল ২০২২

মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ হ্যান্ডস লিমিটেড
১৭, বিজয় নগর ঢাকা-বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

The Rabindra Biswabidyalaya Patrika
[Bilingual Journal of Rabindra University, Bangladesh]
Editor : Md. Shah Azam
Volume : 05 ॥ Basanta 1428 ॥ April 2022
ISSN : 2709-2348

অনলাইন সংস্করণ : www.rub.ac.bd

CamScanner

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদক

মোঃ শাহ্ আজম

সহযোগী সম্পাদক

মো. জাবেদ ইকবাল

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সূচি

দেবাশীষ বেপারী ॥ নজরুলের লোক সুরের গান ॥ ০১

শামীম হাসান ॥ 'পুয়র থিয়েটার' ও 'পদ্মারনাচন' : অভিনয় কৃত্যে আত্মোৎসর্গীকরণ প্রসঙ্গ ॥ ১৫

আকলিমা ইসলাম কুহেলী ॥ কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে কিরানা ঘরানার ঐতিহ্য ॥ ৩৯

অসীম দাশ ॥ রবীন্দ্রনাথের তিনটি নাটক : পরিপ্রেক্ষিত ও শিল্পমূল্য ॥ ৫১

নাসরীন লুবনা ॥ ভোক্তা অধিকার : ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাংলাদেশে আইনগত প্রতিবিধান ॥ ৬৩

ফারজানা আফরীন রূপা ॥ শিল্পে 'একাঙ্গীকরণ বা ফিউশন তত্ত্ব' ও নাট্য প্রযোজনা 'কাজলরেখা' ॥ ৭৯

মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান ॥ হাসান আজিজুল হকের গল্পে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের রূপায়ণ ॥ ৯৩

সুলতানা নাজনীন ॥ জগদীশ গুপ্তের গল্প : নারী-মনোলোকের বিচিত্র রূপ ॥ ১০৯

মোঃ আব্দুল হালিম ॥ প্রতিদিন একটি রুমাল গল্পগ্রন্থের সংযোজন অংশের তিনটি গল্প : মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রসঙ্গ ॥ ১২৩

লায়লা ফেরদৌস ॥ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য : নাট্যিক প্রয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান ॥ ১৪৫

শান্তা গুহ ॥ রবীন্দ্র-সংগীত : শুদ্ধসুরের বিকৃতি ও আইনগত প্রতিকার ॥ ১৭৩

Md. Mohshin Reza ॥ Exploring the Causes of Religious Freedom Violations : Perspective South Asia ॥ 187

Most. Sharmin Aktar ॥ Contemporary Syntheses of Green Human Resource Management Practices in Bangladesh ॥ 203

Proshanta Kumar Podder ॥ The Role of Human Resource Information Systems on Organizational Performance of Bangladeshi Private Firms ॥ 215

CamScanner

নজরুলের লোক সুরের গান

দেবাশীষ বেপারী*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা গানের অসামান্য প্রতিভাধর সঙ্গীতকার নজরুল আবহমান বাংলার লোক সুরের ধারায় তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে বহুসংখ্যক গান রচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম সংগীত ভাবনায় ও রূপায়ণে লোক-জীবনের বিচিত্র রূপের প্রকাশ করেছেন আপন মনের মাধুরীতে। বাংলার প্রকৃতির সুশীতল ও ছায়াঘেরা পথ-প্রান্তর, দিগন্তজোড়া মাঠে সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যাওয়া, কাঁদা-মাটি-জলে ঝলমল করা ধরণীর লাবনী – পল্লি মায়ের এমন সব রূপের মায়ায় পড়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এসব কারণেই পল্লিসুরকে আরও জীবনঘনিষ্ঠ করার উপলক্ষ্যে, লোক-সুরের সমস্ত ধারায় গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। লোকসুরের বিচিত্র ধারায় গান রচনা করে সুরের ভুবনে অমর হয়ে আছেন তিনি। লোক-সংগীতের প্রচলিত মায়াভরা সুরের সাথে নজরুলের সুরের পার্থক্য, সুরের গঠন, বাণীর বৈভব, বাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুরের পরশে লোকধারার যেসব অনুষঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলা গানের ভুবনে, তারই একটি রূপ চিত্রিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

লোকসংগীত বাঙালির অন্তরে জীবন্ত ঐতিহ্য রূপে বিরাজিত। এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লোকগান ও লোকসুরের প্রচলন দীর্ঘদিনের। লোকসংগীত এদেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এই সংগীতরীতি দ্বারা এদেশের গ্রামীণ জীবনে বসবাসরত সাধারণ মানুষের সৃষ্ট গানকে বোঝায়। এ দেশের লোক সংগীতের সুরে এদেশেরই জনমানুষের পাওয়া-না পাওয়া-হাসি-আনন্দ-বেদনার অনুরণন বিরাজমান। বাংলাদেশের লোককথায় এবং লোকসুরে প্রাণের ও ভাবের যে আকুতি, অনুভূতি, কামনা-বাসনা প্রকাশিত, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। এদেশের লোকসংগীতে নদীর প্রসঙ্গ এসেছে অনেক বেশি। লোকগীতি, লোকবাদ্য, লোকনৃত্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট এ গান। লোক-মানস থেকে উদ্ভূত সংগীত যা ক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে সমাজে বিকশিত হয়। লোকসংগীত মূলত দেশের প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১) লোকসংগীতের সুরে স্বদেশি গান রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গানে লোকধারা বেগবান হয়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসুরে স্বদেশি গান রচনা করে এ ধারা প্রবর্তন করেন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী লোকসংগীতের সুরভঙ্গি বিভিন্ন ধরনের গানে প্রযুক্ত হতে থাকে, আবহমান বাংলার চিরায়ত সংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং লোকসংগীত বাঙালির সাঙ্গীতিক জাতীয়তাবোধ প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম সেই ধারাবাহিকতায় বহু রকমের গান রচনার সাথে সাথে লোকসুরেও গান রচনা শুরু করেন। কয়লা খনি অঞ্চলের সাঁওতালি জীবনধারায় রচনা করলেন মন মাতানো ঝুমুর গান, বেদ-বেদেনীদের জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে রচনা করলেন ঝাপান গান, উদাস বাউলের সহজ সরল সুর

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

CamScanner

নিয়ে রচনা করলেন বাউল গান। আবার ভাটির স্রোতে পাল তোলা নৌকায় অলস মাঝির হাল ধরা হাতে নদীবক্ষ হতে দিগন্তছোঁয়া গানের টান নিয়ে সৃষ্টি করলেন অসাধারণ সব ভাটিয়ালি গান, ভাওয়াইয়া গান তৈরি করলেন মৈশাল ও মাহুতদের কণ্ঠ থেকে সুর নিয়ে। শ্রমিকদের ছাদ পেটানোর গান পর্যন্ত রচনা করলেন নজরুল। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের নরনারীদের কণ্ঠের বর্ষা বিষয়ক গান নিয়ে রচনা করলেন কাজরি।

সুরকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের সামর্থ্য প্রশ্নাতীতভাবে নৈপুণ্যধারী। বাংলা গানের সুর নির্মাণে সফল সংগীতকার হিসেবে বিবেচিত নজরুল। লোকসংগীতের ব্যতিক্রমী ও অপ্রচলিত ধারাসহ বাংলা গানের সকল ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। তিনি শ্রোতাদের কাছে সংগীতকার হিসেবে অতিমাত্রায় সফলও হয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্য বহনকারী লোকধারা থেকে আহরিত সুর নিয়ে নজরুল তাঁর গানে লোকসুরের যে ধারা তৈরি করেছেন, তা আজ যুগোত্তীর্ণ এবং অন্য গানের নিরিখেও সম্পূর্ণ আধুনিক। নজরুলের অনন্য সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে লোকগান একটি বিশিষ্ট ধারা। গ্রামীণ সুরের আবহে রচিত ও সুরারোপিত, মায়া জড়ানো প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, বাংলার সরল জনজীবনের প্রতিচ্ছবি নজরুলের লোকঅঙ্গের গান বাঙালি শ্রোতাদের কাছে বিশেষ ধরনের শ্রুতিমধুর গান। নজরুলের রচনার মাঝে লোকসুরের ঝুমুর গানের সংখ্যা সব থেকে বেশি। নজরুলের লেটো গানের সংখ্যাও অনেক। যদিও সে গান শৈশবে কাঁচা হাতে তৈরি করা, তবুও সে গানের রচনামান অত্যন্ত গুরুত্ববাহী। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে নজরুল উপমহাদেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রকৃতির অবারিত রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে গান রচনা করেছেন। নদীমাতৃক বাংলার শীতল ছায়াময় প্রান্তর, নদীর মাঝির গানের টান, পল্লি বাউলের বাঁশি আর একতারার মন হরণ করা সুর কাজী নজরুল ইসলামের সুরের অনুভূতিকে, সৃজনসত্তাকে নিবিড়ভাবে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। নজরুলের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যা গ্রাম-বাংলার আদর্শ পল্লিরূপেরই প্রতিনিধিত্বশীল স্থান। নজরুলের শৈশব ও কৈশোরের দুরন্ত দিনগুলি গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কেটেছে নিবিড়ভাবে। শ্যামলবরণ বাংলা মায়ের নয়নাভিরাম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন যেন প্রকৃতির চাদরে শুয়ে। এই পরিবেশের সকল কিছুই নজরুলকে লোকধারার বৈচিত্র্যময় গানের বাণীর ও সুরের আবেশ যুগিয়েছে প্রাণে। তরুণ কবি উপমহাদেশের বিখ্যাত সব অঞ্চলে ঘুরেছেন বিভিন্ন সাহিত্য আড্ডা, গানের জলসা, সভা-সম্মেলনে যোগ দেয়ার উপলক্ষ্যে। এসব অঞ্চলের নদী, ভূ-প্রকৃতি, বন-বনানী, বিচিত্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনধারা, বেদে-বেদেনীদের নানা স্থানে ছুটে চলা জীবন, ধু ধু মেঠোপথ নজরুলের লোকমানস গঠনে ভূমিকা রেখেছে। মাঝি-মাল্লাদের উজান-ভাটার টানে নৌকা ভাসিয়ে মনের সুখে গান ধরা, মহিষ ও গরুর গাড়ির চালক গাড়িয়াল ভাইদের উঁচু-আঁকা-বাঁকা পথে বিরহী মনের গান গাওয়া নজরুলকে লোকগান সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্ষণমুখর দিনে কৃষকের গলা ছেড়ে গানের সাথে লাঙ্গল ধরে জমি চাষ করা, গাছের ছায়ায় রাখাল বালকের ক্লান্ত দেহের বিশ্রামের সময়ের গান, বর্ষায় ভরা নদীতে নৌকা বাইচ ও সারি গান, লালমাটির দেশের কয়লা খনি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের রূপ নজরুলকে সফল করেছে লোকসংগীতের ধারায় সঙ্গীত সৃজনে। আবার ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সুরসম্ভার থেকে সুরসঞ্চয় করে তাতে ইরান, মিশর ও আরবের পল্লিসুর মিলিয়েও কোন কোন লোকগানে ব্যবহার করেছেন নজরুল। নজরুল তাঁর

CamScanner